কা ব্য না ট ক

অস্থিরতার পলাতক ঘ্রাণ

অস্থিরতার পলাতক ঘ্রাণ

সজল আহমেদ

অস্থিরতার পলাতক ঘ্রাণ

সজল আহমেদ

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৯

প্রকাশক

কবি প্রকাশনী

৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট

২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক

অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

দে'জ পাবলিশিং ধ্যানবিন্দু কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ভারত

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

Asthirater Palatok Ghran by Sajal Ahmed Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium 253-254 Elephant Road Kantabon Dhaka 1205 Second Edition August 2019 Cell: +88 01717217335 Phone: 02-9668736 Price: 150 Taka RS 150 US 10 $ E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: www.kobibd.com

ISBN: 978-984-92189-9-9

স্কুল-জীবনের বন্ধুদের উদ্দেশে...

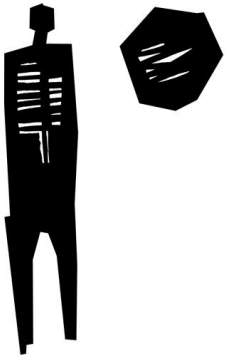

ব্যক্তিগত অথচ অগোপনীয় বয়ান

দীর্ঘ বিরতির পর কেউ কেউ খুঁজে পায় গন্তব্য। চিরায়ত প্রেম উঁকি দেয় জানালা খুলে। হাজার বছর ধরে প্রেম-ভালোবাসা, বিরহ, দ্বন্দ্ব, ঘৃণা, শ্রদ্ধা সব বোধই ঘুরে বেড়ায় মানব-মানবীর শরীর থেকে শরীরে। এই-সব ভালোবাসার স্নায়ুযুদ্ধে আকাশ ও মৃত্তিকা বাস্তব থেকে কাল্পনিক, কাল্পনিক থেকে বাস্তব হয়ে ওঠার অবিরাম ব্যর্থ চেষ্টা করে। এই দু'টি চরিত্র আমাকে ঘুমাতে দেয় না। সারারাত কানের কাছে শুধু শব্দের মিছিল আর কথোপকথন। মাঝে মাঝে আমিও ডুব দিয়ে আকাশ হয়ে যাই, মৃত্তিকা হয়ে যাই। বলে ফেলি ভালোবাসার কথা, ঘৃণার কথা, অভিমানের কথা, মিছিলের কথা, সমাজ-সংসারের কথা, রাজনীতির কথা, পানতা ভাতের কথা। মনের ঘরে যে বাউলের — দীর্ঘ জীবন-যাপন, তাকে খুঁজতে খুঁজতে যখন ক্লান্ত হয়ে যাই, তখন ফিরে যাই আয়নার কাছে। প্রিয়-অপ্রিয় আকাশ ও মৃত্তিকার কাছে, নিজের কাছে।

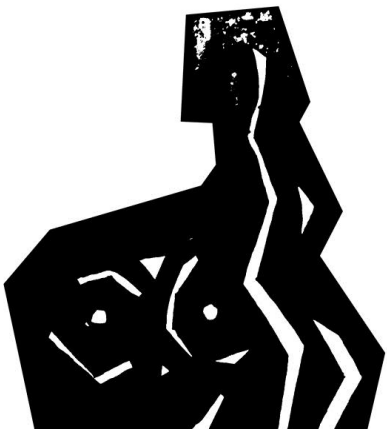

চরিত্রলিপি

আকাশ : স্বপ্ন ফেরিওয়ালা। বয়স–ছদ্মবেশী। কাঁধে একটা ঝোলা। তার ভেতর অক্ষরসমুদ্র এবং নানা রঙের তেজপাতার মতো জীর্ণ খোলা খামের বাণ্ডিল।

বাউল : চিরচেনা পোশাকে।

ডাকপিয়ন : গ্রাম্য, সহজ-সরল, দায়িত্বশীল। ভাঙা সাইকেল ও কাঁধে চিঠিভর্তি একটা বহু পুরনো ব্যাগ।

মৃত্তিকা : বয়স বাইশ-তেইশ এর মাঝামাঝি। লাল শাড়ি পরা, চাহনিতে তীব্র ক্লেদের ছায়া।

স্থান : খোলা আকাশের নিচে সমুদ্রের কাছাকাছি।

সময় : পড়ন্ত বিকেল, সন্ধ্যা, রাত, গভীর রাত, শেষ রাত, ভোর।

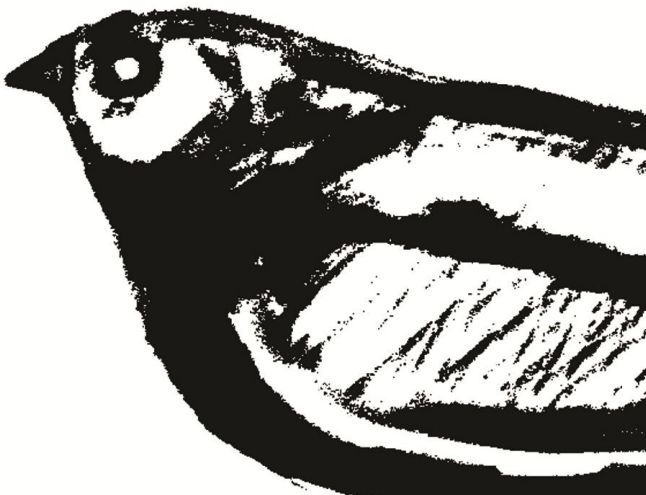

দৃশ্য-১ : পড়ন্ত বিকেল

(পড়ন্ত বিকেলের ঘন রোদ হামাগুড়ি দিয়ে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রে। তার ভেতর শূন্যতার ঢেউ জ্বলন্ত সিগারেটের ধোঁয়ার মতো পালিয়ে যাচ্ছে। ঢেউয়ের খুব কাছাকাছি বসে আছে আকাশ। তার কয়েক ভগ্নাংশ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্তিকা। তার চাহনির লেন্স তীক্ষ্ণ। খোলা চুল বাতাসে উড়ছে। অস্থিরতায় কাঁপছে তার সমস্ত শরীর। এর মধ্যদিয়ে অতিক্রম হয় সময়ের ঘোলা জল। হঠাৎ মৃত্তিকা দেখে নানা রঙের প্রজাপতিগুলো গোধূলির লাল আভায় স্নান করছে। এভাবেই তার শৈশব আর সমুদ্রস্নান চুরি হয়ে যায় খোলা আকাশের নিচে। বহু দূর থেকে তখন ভেসে আসে বাউলের সুর। তারপর শুরু হয় ঢেউ এর পিঠে ঢেউয়ের অবিরাম খেলা।)

বাউল : ‘একখানা দুঃখ দিলে
আধখানা সুখ দিই,
এক ফোঁটা জল দিলে
আধফোঁটা রোদ দিই।’

মৃত্তিকা : এই তো ঢের ভালো, নির্দিষ্ট দূরত্বে
তোমার আমার মুখোমুখি কথোপকথন।

আকাশ : নিঃশ্বাসের গোল অভিমানি বাতাসকে ঘিরে
উড়ে বেড়ায় শব্দেরা;
যেখানে, তুমি, আমি কাল্পনিক
তবুও দ্বন্দ্ব থাকে দূরত্বে।

মৃত্তিকা : সম্পর্কের একটা নাম থাকে
যা আমাদের নেই,
ইচ্ছের মিছিল আছে
শুধু স্লোগান নেই।

আকাশ : ভয় নেই,
এতটা দীর্ঘশ্বাস ফুসফুসে জমা নেই;
আছে সীমানা, আছে কাঁটাতার,
পার যদি ভেঙ্গে ফেল দেয়াল
অথবা পালিয়ে যাও স্বপ্ন নিয়ে।

মৃত্তিকা : ফিরে আসিনি আমি
তবু পেছনে তাকাই,
শূন্যতায় ভিজে যায়
বুকের নকশিকাঁথা,
তবুও কেন স্বপ্ন দেখাও
যতবার মৃত্যুকে আপন ভাবি।

আকাশ : স্বপ্নের ছাই উড়ে যায়
তখন, পিছু নেয় চোরাবালির তীব্র ঢেউ
বুকের গভীরে কাদা জমে
তবুও ভিড়ের মাঝে কত একা আমি।

মৃত্তিকা : একাকীত্ব বোধ খুঁজে বেড়াই
তীব্র স্নায়ুযুদ্ধে কেঁপে ওঠে সমস্ত শরীর
তখন, জোনাকিরা জ্বেলে দেয় আলো
আমিও মাতাল হয়ে হারিয়ে যাই
তোমার উদাস মনের গভীরে।

আকাশ : এ কী নির্মাণ প্রতিনিয়ত
তোমার আমার যুগলস্নায়ুতে!
যেন বেড়ে গেছে
বুকের উনুনের উত্তাপ
যেখানে কান্না পুড়িয়ে
তৈরি কর তুমি
মাছির গুন গুন শব্দের মিছিল।